অব্যক্ত

❖ বিধান চন্দ্র দে।

(১)

যজ্ঞডুমুর আর আকন্দ গাছের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের শর্টকাট পায়ে চলা পথটাই অফিসটিলা। যাবার পথ হিসাবে বেছে নিল মানব। পথটার পাশ ঘেষে একটা মরাগাঙ্। এক সময় স্রোতস্বিনী বহমান নদীই ছিল। সামর্থ মতো দু'কূল প্লাবিত করতো বর্ষার মরশুমে। নামও ছিল একটা জুরি নদী। এখন নামধাম মুছে গিয়ে হয়েছে মরাছড়া। এই শহরের যত আবর্জ্জনা বুকে ধারণ করার পরিত্যক্ত স্থান। নোংরা শেওলা ধরা ক্ষীণ জলধারা।

সকাল থেকে কিম্ কর্ত্তব্য বিমূঢ় মানব হেঁটে চলেছে এপথ-ওপথ অলিগলি। দু'চারজন পরিচিত জন জিজ্ঞেস করেছেন 'মর্নিং ওয়াক করছেন বুঝি'। মাথা নাড়িয়ে মানব চলে গিয়েছেন। অনবরত ঢাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে একটা প্রশ্ন - 'এখন সে কী করবে ?' 'কোথায় যাবে ?' 'কে পথ দেখাবে ?' ইত্যাদি। অগত্যা অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেই নির্দিষ্ট স্থান বেছেই মানবের এই পদযাত্রা।

(২)

'কাউকে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন যে, একটু আসুন, স্যার ডেকেছেন' - শহরের বিশিষ্ট নামজাদা অ্যাডভোকেট অরুণাংশু দত্ত চৌধুরীর এসিস্টেন্ট মানবকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন।

মানব প্রায় সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখেও আবার ঘুরে দাঁড়াল। খানিকটা ইত:স্তত করে আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার জন্যেও ধীরে ধীরে পা ফেরে উঠতে থাকল সে।

উপরের শেষ প্রান্ত থেকেই একটা করিডোর। না ঠিক তা নয়, যেন বুক চিতিয়ে পড়ে থাকা বারান্দা। বারান্দাও বলা যাবে না, যেন রাস্তা একটা।

খানিকটা জটিল পরিবেশে নিজের সরল সোজা খর্ব চেহারার ভাবমূর্ত্তি নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না অসহায় এই মানুষটি। সেই অসহায়তাকে যেন মনবেদনা জানানোর কারণেই চারপাশ সুনসান। আর নিস্তব্ধতার ব্যক্তিত্বের সামনে দু'চারটে ছোট খাটো শব্দ গুঞ্জন আদৌ পাত্তা পায় না, উল্টে বরং চাটুকারের মতো নিস্তব্ধতার আভিজাত্যের গুণগান গায়। প্রমান এই পরিবেশ। কিছু চুড়ুই ও পায়রার অনবরত

Scanned by CamScanner

অথচ মৃদু কিচির মিচির বক্ বকম্ কিংবা অদূরে বারান্দার একদম শিয়রে দাঁড়িয়ে ক'জন লোকের আলাপ চারিতা সামান্য অনুরণিত হলেও, নিমেষে শোষিত হয়ে তুলে ধরছে বিপুল শূন্যতাকেই।

(৩)

'এতক্ষণ এভাবে বসে থেকে কেউ কী চলে যায় !' – গুরু গম্ভীর গলায় প্রথম সম্বোধনে অ্যাডভোকেট অরুণাংশু দত্ত চৌধুরী, এম, এ, এল, এল, বি কথা ক'টি বললেন। ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের উকিল। রাশ ভারী চেহারার লোক।

– নাই, ঠিক আপনি ব্যস্ত কিনা ! - মানবের গলায় যেন চিঁ, চিঁ শব্দ।

মৃদু হাসির রেশ টেনে উকিল বাবু বললেন, - বুঝলেন কিনা ব্যস্ততাই হলো আমাদের জীবন। যা বলার - নিন, তাড়াতাড়ি বলুন। নেহাত আপনাকে চিনি-জানি বলেই সময় দিতে পারছি। আজ আবার দু'দুটো কেস ফেস করতে হবে।

'স্যার, আমি কোর্ট-কাছারী, মামরা-মোকদ্দমা, আইন বিষয়ক কোন ব্যাপারই জানি না। বা' .....

মানবকে থামিয়ে দিয়ে উকিল বাবু বললেন - 'কী বলছেন মশাই, আপনি সব জানেন।'

'না - স্য-র, মানে।' - মানব আমতা আমতা করতে থাকে!

- 'কি - না - স্যর ! আমি বলছি আপনি সবই জানেন এবং বুঝেন', অনেকটা ধমক ও রাগত সুরে উকিল বাবু উচ্চারণ করলেন।

নিরুপায় মানব মাথা নত করলো।

হা - হা করে হেসে উঠে উকিল বাবু বললেন - আহা বুঝলেন কি না - এই সংসারে একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর সবাই আইন বুঝেনও জানেন। এই দেখুন না এখানে এলে যে আইনী সুরক্ষা পাওয়া যায় তা আপনি বিলক্ষণ জানেন এবং বুঝেন, ঠিক কি না ?

মানব অতিকষ্টে হাসি আনলেন মুখে। সত্যি এখন সমস্যা তাড়িত সময়ে লোকটা করছেন রসিকতা।

দু'জন এসিস্টেন্ট এসে এই ফাকে ফাইল সাজিয়ে কালো এ্যাটাচি গুছিয়ে দিয়ে পাশের ল্যাপটপ থেকে তথ্যাদি নিয়ে কয়েকটা প্রিন্ট আউন নিল। তাদের কিছু সময় ডিকটেট দিলেন অরুনাংশু দত্ত চৌধুরী।

ক্রিং - ক্রিং শব্দে এই সময়ে ফোনটা বেজে উঠল। উকিল বাবু রিসিভার উঠালেন। ফোনের ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনেই উকিল বাবুর সম্ভ্রমে 'স্যর' সম্বোধন এবং সিরিয়াস কথা-বার্তা থেকেই বুঝা গেল খুব একটা জটিল বিষয় নিয়েই তাঁদের আলোচনা চলছে।

ফোনের অপর প্রান্তের দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি সম্পর্কে মানবের কোন আগ্রহ না থাকলেও অরুনাংশু বাবুর চেম্বারটা বেশ রুচি সম্মত এলিট গোছের এ ধারণা তাঁর হলো।

সারি সারি তাকে তাকে লাল-নীল-হলদে হরেক রকম ফাইল সাজানো। এগুলিতে হয়তো মানবের মতোই কত হতভাগার চাপা দুঃখ, কান্না, ক্ষোভ, আর্তনাদ, পাওনা-বঞ্চনা, প্রতিবাদ

Scanned by CamScanner

মোটা মোটা সব আইনের বই - ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল লজ্, সিভিল লজ্, জুডিশিয়াল জুরিকডিকশন, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট আরো কত কী ! ওয়াল ক্যালেন্ডারে গান্ধীজীর হাসি মাখা মুখ আর বড় বাঁধাই করা ফ্রেমে ভারতের সংসদের ফটোর নিচে লেখা রয়েছে - 'সত্যমেব জয়তে'। এসব দেখতে দেখতে মানব তন্ময় হয়ে গিয়ে ছিলেন, হঠাৎ ডাকে সম্বিত ফিরে এলো।

– কৈ মানব বাবু কিছুই বললেন না যে, ? - গম্ভীর অরুনাংশুর গলা।

– না, ঐ আপনি একটু ফোনে ছিলেন কিনা - হে - হে -

আচ্ছা। সরি মানব বাবু আমাকে এক্ষনি উঠতে হবে। আপনি বরং কাল বা পড়শু একটা ফোন করে আসবেন।

'ঠিক আছে।' ক্ষীণ কণ্ঠে মানবের গলা থেকে আওয়াজ বেরুল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মানব নেমে এলো। সূয্যিটা তখন প্রখর তেজ ছড়িয়ে আগুনের হল্কা ঢেলে দিচ্ছে এই পৃথ্বি ভূমিতে।

(৪)

টানা ছ'দিন ধরে কোর্ট-চত্ত্বর চষে বেড়াচ্ছে মানব। কত জনের সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু সবাই কেমন যেন এক ছাচে ঢালাই ! প্রায় সবাই – কত নম্বর কোর্ট, কী কেস, এর আগে হিয়ারিং হয়েছে কিনা, আজ ফাইন্যাল না কি – এ সব প্রশ্নে জের বার হতে হতে মানব ভাবল, এখানকার সবাই তো দারুণ সচেতন। কিন্তু এই সচেতনতার সামনে দাঁড়িয়ে মানব ভেবে পেল না তার এখন কী করা উচিত।

– এই কোর্টের সরকারী কর্মচারীকে কেস হিষ্ট্রি বলে কী হবে ? তার চেয়ে বরং বার লাইব্রেরীতে যাওয়াই শ্রেয় ভাবল মানব।

অ্যাডভোকেট বসন্ত বিশ্বাস কোথায় বসেন, অনুগ্রহ করে যদি একটু বলেন ? - লোকটি মাথা তুলে ঐ দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে দিক নির্দেশ করলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে মানব বেরিয়ে এলেন।

(৫)

কলেজের একসাথে রুমমেট বসন্ত আর মানব। সুক্ষ্ণ চালাকি আর ক্ষিপ্রতা বসন্তের স্বভাবজাত। তার তুলনায় মানব অনেকটাই ভোঁতা সেকেলে। কলেজের সবাই তাই বলতো। সে কথা আবার পরীক্ষা করার সময় এসেছে আজ।

তন্ন তন্ন করে অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পরেও মানব বসন্তের সাক্ষাৎ পেল না। এদিকে ক্লান্তি, স্নায়ুর চাপ আর প্রতীক্ষা করতে করতে মানবের গলা শুকিয়ে এল। একটু চা খেলে ক্লান্তি খানিকটা লাঘব হবে এই ভেবে দূরে বটগাছের নিচে একটা স্টল দেখতে পেল মানব। অদ্ভূত ভাবে এই গাছটা যতদূর তার শিকড় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ঠিক ততটাই ডাল পালা পত্র-পল্লবে ঢেকে দিয়েছে। অর্থাৎ গাছটা অনেক বেশী সুরক্ষিত।

গাছের দিকে পা বাড়াতেই আচমকা পাশ থেকে কে যেন পরিচিত স্বরে ডেকে উঠল - মানব, কোথায় যাচ্ছিস, এদিকে আয় ! - এভাবে নাম ধরে কে তাকে ডাকতে পারে ! ঘাড় ফেরাতেই প্রায় ছুটে এসে সে হাত চেপে ধরল তাকেই এতক্ষণ মনে মনে খুঁজে ছিল মানব।

Scanned by CamScanner

কী রে কোর্টে ঘুরাঘুরি করছিস যে ? কোনো অপকর্ম ঘটিয়ে ফ্যাসেছিস কী ? - বসন্ত মৃদু হাসল।

আর বলিস না রে, আমি এতক্ষণ .....

কথা বলতে না দিয়ে অতি উৎসাহে বসন্ত প্রায় হিঙ্ হিঙ্ করে টেনে মানবকে নিয়ে এলো একটি ছোট্ট চেম্বারে। একটু বোস মানব, আমি এক্ষুনি একটা হিয়ারিং সেরে আসছি একদম নড়বি না - কিন্তু। প্লিজ, ওয়েট পর জাস্ট ফিউ মিনিটস বুঝলি। ..... গট্ গট্ করে বসন্ত দূরে চলে যাবার পথে মানব তাকিয়ে থেকে ভাবল কলেজের বন্ধুরা মিথ্যে এসেসমেন্ট করেনি। কোথায় মানব এসেছে তার বন্ধুর কাছে কীভাবে সে সামাজিক সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে তার আইনী পরামর্শ নিতে তা শোনার কারো অবকাশ নেই, উল্টে বন্ধুর অনেক সুখ-দুঃখ কথাই হয়তো মানবকে আজ শুনে যেতে হবে !

(৬)

মানব বসে রইল চেম্বারে, যেমনটা কয়েদী আসামীরা অপেক্ষা করে এজলাসে। মানব ওঠে দাঁড়ালো। পাশেই একটা কোর্ট রুম মনে হলো। খোলা জানলা পথে এক খন্ড সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। কে জানে এই সৌর কিরণ সফলতা, এনে দেবে কিনা। সাক্ষীর হলফনামা লেখা পিসবোর্ডটা উল্টো হয়ে লটকে আছে। কে উল্টালো ওটা ? সত্যের দেবতা ? না কি ওটার আজকাল দরকারই পড়ে না !

সে যাই হোক তবু মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। চাইলেই কী রাতারাতি সমস্ত মূল্যবোধ ছেঁটে ফেলা যায় !

(৭)

এই ক'দিন কোর্ট চত্বরে আসার সুবাদে মানবের মনে হয়েছিল কারো কাছে সঠিক উত্তর এখানে আশা করা বৃথা। এ অন্য পৃথিবী। এখানকার সব লোকই অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। কিন্তু কালক্রমে সে নিজেই বুঝেছিল খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে দিতে সাহায্য না করাটা, কোনও অন্যায় নয়। সেটাই স্বাভাবিক। তাগিদ যার, দায়িত্বও তার। অতএব এর পর আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে সে নিজেই সব কিছু খুঁজেছিল। কোনও উকিল, মোক্তার বাদ যায়নি। আর তখনই মানব প্রথম অভিজ্ঞতাটার স্বাদ পায়।

চেম্বারে বসতে বসতে অসহায় মানব ধৈর্য্য হারিয়ে বেড়িয়ে এসে বসন্তকে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল এদিক-ওদিক হঠাৎ হেঁচকা টানে এক ভদ্রলোক মানবকে বাইরে এনে দিলেন এক দাবড়ানি। অবশ্য এই বকুনি মানবের হিতার্থেই। কারণ আর একটু হলেই মানবকে জেল খাটতে হতো। সে কিনা ফুল স্লিভ সার্টের হাতাগুটিয়ে বোতাম খোলা অবস্থায় মাননীয় জজের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর চেয়ে বড় আদালত অবমাননা আর কী হতে পারে ? জেল-জরিমানা।

(৮)

'Hate the sin, Not the sinner' কোর্ট ঘরের ওয়ালে লেখা পংক্তি মানবকে আকৃষ্ট করলো। সে ভাবতে লাগলো এই অপরাধ বা পাপ কাজ না থাকলে এই আইন

Scanned by CamScanner

শাসন বিচার এগুলো সব অবান্তর হয়ে যাবে। মানুষ কোন নিয়মে বাধা থাকবে না, থাকতেও চায় না ! এ কোন জগত হবে ? যেখানে বন্ধনহীন মানুষ সৎ আর সত্যের পথে ধাবিত হয়ে বিবেক চালিত পথে ঈশ্বরত্ব পাবে!।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা বিশাল ঘরের চলমান ভিড়ের ফাঁক দিয়ে চমকে ওঠা বিদ্যুতের মতো হঠাৎ মানব দেখতে পেল বসন্তের মুখ। কিন্তু পরক্ষণেই উধাও। বহুক্ষণ চলেছিল এই দৃশ্য আর অদৃশ্যের খেলা। আর তার খেলোয়াড় ছিল একমাত্র মানবই। কারণ বসন্ত ব্যস্ত ছিল আলোচনায়। অগত্যা মানব টালমাটাল ঢেউয়ের ঠেলা সহ্য করেও চেষ্টা করেছিল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার। এ ছাড়া কীই বা করতে পারতো সে। এখানে কি চিৎকার করে ডাকা শোভা পায় ? মানব তো জানে না এখানে কত ডেসিবেল শব্দ আইন সম্মত। আর যদি ডাকতে হয় তবে মক্কেল হিসাবে উকিলের নাম ধরে ডাকাটা কি আইনানুগ।

(৯)

বড্ড লেট্ হয়ে গেল রে, সরি ! এদিকে আয় – মানবের হাত চেপে ধরে বসন্ত এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে। কালো কোটটা চেয়ারের গায়ে চড়িয়ে ইঙ্গিতে মানবকে শূন্য চেয়ারটাতে বসার অনুমতি দিল বসন্ত।

বল, – কেন এসেছিস ? দেখলি একদম ফুরসুত নেই ! তার উপর ছয়টা ক্রিমিনাল কেস নিয়ে ডিল করছি। ডোমিষ্টিক ভায়োলেন্স ! - এই তো চুড়াই বাড়ি বৌদ্ধ মঠের পাশে এক মহিলাকে বেদম প্রহার করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ওরই স্বামী। আমাকে সাক্ষী-সবুত ডেকে এনে কেস হিষ্ট্রি ফাইল রেডি করতে হচ্ছে ! যুবরাজনগরে এক জুয়েলারীর মালিককে চুরির কেইসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে পুলিশ, তার বেইল নিতে পারছি না উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে। দর্জ্জির হাওরে গভর্নমেন্ট বাদী কেস স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে সিভিল মামলা লড়ছি। কদমতলার এক রেপ কেস, তারপর কালাগাঙ্গের পাড়।.....

মানব দাঁড়িয়ে পড়ল।

বসন্ত তখনও কী যেন বলে যাচ্ছে। শুধু বসন্ত নয়, মানবের মনে হলো সমগ্র সংসারের মানুষ তার স্বরে চিৎকার দিয়ে আকাশ-বাতাস মথিত করে দিচ্ছে শুধু নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছে .....।

ধীর পায়ে কোর্ট চত্বর থেকে মানব বেরিয়ে এলো। মুক্ত আকাশের নীচে বুক ভরে নিল শ্বাস। টিলার ঢালু পথ বেয়ে সোজা নামতে মানবের মনে হলো এই অদ্ভূত সংসারে কেউ কারোও কথা শুনতে চায় না। কারো সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, নিজেরাই নিজেদের নিয়ে বিব্রত। অপরের সমস্যা তার সমস্যা থেকে বড় নয় এবং তার সমাধানের দায়ও তার নেই। মানব হাঁটতে লাগলো। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো আর ক্রমশ তার হাতের আঙুল গুলি গুটিয়ে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হলো।

* * * *

Scanned by CamScanner